

১। কোন ভাষাবিজ্ঞানীর মতে , ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা শ্রেষ্ঠ ?

- (ক) ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
(খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
(গ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *
(ঘ) ড. সুকুমার সেন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ভাষাচার্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর মতে ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষের মৌখিক ভাষাকে বাংলা ভাষিরা শ্রেষ্ঠ বলে গৃহীত হয়েছে।
- এই মৌখিক ভাষাকে এখন 'চলিত ভাষা' বলে।
- 'চলিত ভাষার' অন্য নাম 'প্রমিত ভাষা' বা 'মান ভাষা'।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে একাধারে শিক্ষাবিদ, গবেষক, ভাষাবিজ্ঞানী, বহুভাষাবিদ ছিলেন।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়।
- ড. সুকুমার সেন ছিলেন একজন ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্য বিশারদ।

২। 'গাইবান্ধা' জেলায় বাংলা ভাষার কোন উপভাষা চালু আছে?

- (ক) বাঙালি
(খ) বরেন্দ্রী
(গ) কামরূপী *
(ঘ) রাঢ়ি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- গাইবান্ধা জেলায় বাংলা ভাষার কামরূপী উপভাষা চালু আছে।
- জলপাইগুড়ি, বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর, কোচবিহার, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে কামরূপী উপভাষা।
- ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল,খুলনা, নোয়াখালী প্রভৃতি

অঞ্চলে বাঙালি উপভাষা চালু আছে।

- রাজশাহী, মালদহ, পাবনা, বগুড়া, দক্ষিণ দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বরেন্দ্রী উপভাষা চালু আছে।
- কলকাতা, উত্তর চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, হুগলি, হাওড়া প্রভৃতি অঞ্চলে রাঢ়ি উপভাষা চালু আছে।

৩। 'অপভ্রংশ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয় কোন গ্রন্থে ?

- (ক) অষ্টাধ্যায়ী
(খ) রামায়ণ
(গ) মহাভাষ্য *
(ঘ) ব্যাকরণ কৌমুদী

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'অপভ্রংশ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয় পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' গ্রন্থে।
- অপভ্রংশ মধ্যভারতীয় আর্যভাষা পালি-প্রাকৃতের শেষ স্তর।
- 'অপভ্রংশ' বা 'অপভ্রষ্ঠ' থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে অপভ্রংশ।
- পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ব্যাকরণবিদ পাণিনি খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দে 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থটি রচনা করেন।
- সংস্কৃত মহাকাব্য 'রামায়ণ' এর রচয়িতা বাল্মীকি।
- 'রামায়ণ' এর প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন কৃষ্ণবাস ওঝা।

৪। নিচের কোনটি চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য নয়?

- (ক) তদ্ভব শব্দবহুল
(খ) নাটকের সংলাপের উপযোগী
(গ) পরিবর্তনশীল
(ঘ) পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- চলিত রীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো:
 ১. চলিত রীতি পরিবর্তনশীল
 ২. এ রীতি তদ্ভব শব্দবহুল
 ৩. এ রীতি সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য

৪. এটি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার জন্য উপযোগী ইত্যাদি।

- অপরদিকে, সাধু রীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুনির্দিষ্ট।
- সাধু রীতির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:
 ১. এ রীতি গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দবহুল।
 ২. এটি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার জন্য অনুপযোগী ইত্যাদি।

৫। 'অদ্য' শব্দটি কোন ভাষারীতির উদাহরণ?

- (ক) সাধু *
- (খ) প্রাকৃত
- (গ) তামিল
- (ঘ) চলিত

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'অদ্য' শব্দটির সাধু ভাষারীতির উদাহরণ।
 - 'অদ্য' অব্যয়পদের চলিত রূপ আজ। কিছু উদাহরণ -
- | সাধু রূপ | চলিত রূপ |
|----------|----------|
| অদ্যাপি | আজও |
| কদাচ | কখনো |
| তথাপি | তবুও |
- আর্যভাষার একটি রূপ প্রাকৃত ভাষা।
 - বাংলা ভাষার অপেক্ষাকৃত সহজ অর্থ্যাৎ বর্তমান রূপকে চলিত রূপ বলে।

৬। ধ্বনি উচ্চারণের জন্য কয়টি অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ ব্যবহৃত হয়?

- (ক) ১২ টি *
- (খ) ১০ টি
- (গ) ১৪ টি
- (ঘ) ৮টি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ধ্বনি উচ্চারণের জন্য ১২ টি অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ ব্যবহৃত হয়। যথা -
 - ঠোঁট (ওষ্ঠ ও অধর), দাঁতের পাটি
 - দন্তমূল, অগ্রদন্তমূল

• অগ্রতালু, শক্ততালু
পশ্চাৎতালু, নরম তালু, মূর্ধৎ (ঘ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা বর্ণমালার বর্তমান রূপদান করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
- ১৮৫৫ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয়' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বরবর্ণ থেকে ঋ, ৯, ৯৯, অং, অঃ বর্ণ বাদ দেন।
- আবার ব্যঞ্জনবর্ণে য, ড, ঢ যুক্ত করেন।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আধুনিক বিরাম চিহ্নের (ইংরেজির আদলে) প্রচলন করেন।
- রাজা রামমোহন রায় সাধু ভাষা প্রসারে এবং সতীদাহ প্রথা বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।
- মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে 'চর্যাপদ' আবিষ্কার করেন।
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহাকাব্য (মেঘনাদবধ - ১৮৬১), প্রথম সার্থক নাটক (শর্মিষ্ঠা) ও প্রথম সনেটের রচয়িতা।

৭। কোনটি সম্মুখ সংবৃত স্বরধ্বনি?

- (ক) ও
- (খ) ই *
- (গ) এ
- (ঘ) উ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'ই' একটি সম্মুখ সংবৃত স্বরধ্বনি।
- সংবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট কম খোলে।
- ছকে বিষয়টি দেখানো হলো -

জিভের উচ্চতা	জিভের অবস্থান			ঠোঁটের উন্মুক্তি
	সম্মুখ	মধ্য	পশ্চাৎ	
উচ্চ	ই		উ	সংবৃত
উচ্চ-মধ্য	এ		ও	অর্ধ-সংবৃত
নিম্ন-মধ্য	অ্যা		অ	অর্ধ-বিকৃত
নিম্ন		আ		বিকৃত

৮। নিচের কোন উদাহরণটি অন্য তিনটি থেকে ভিন্ন ?

- (ক) মরণ
(খ) ঋণ
(গ) ব্রাহ্মণ *
(ঘ) উষ্ণ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'ব্রাহ্মণ' উদাহরণটি অন্য তিনটি থেকে ভিন্ন।
- ঋ, র, ষ -এর পরে স্বরধ্বনি, ষ, য, ব, হ, ং এবং ক-বর্গীয় ও প-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে তার পরবর্তী 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন - কৃপণ, হরিণ, অপর্ণ, লক্ষণ ইত্যাদি।
- ঋ, র, ষ এর পরে মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন - মরণ, ঋণ, উষ্ণ, কারণ, বর্ণ, বর্ণনা, ব্যাকরণ, ভাষণ ইত্যাদি।

৯। নিচের কোনটি ব্যতিক্রম শব্দ?

- (ক) ষড়যন্ত্র

(খ) কোষ

(গ) ওষ্ঠ *

(ঘ) দ্বেষ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'ওষ্ঠ' শব্দটি ব্যতিক্রম।
- ট-বর্গীয় ধ্বনির সঙ্গে 'ষ' যুক্ত হয়। যেমন - ওষ্ঠ, কষ্ট, নষ্ট, স্পষ্ট, কাষ্ঠ ইত্যাদি।
- অন্যদিকে, ষড়ঋতু, দ্বেষ, কোষ শব্দে স্বভাবতই হয়। এরূপ - রোষ, কোষ, আষাঢ়, ভাষণ, ভাষা, কলুষ, পাষণ, মানুষ ইত্যাদি।

১০। নিচের কোনটি ব্যতিক্রম সন্ধির উদাহরণ ?

- (ক) বাগদান
(খ) উদ্যোগ
(গ) দিগ্বিজয়
(ঘ) উল্লাস *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'উৎ + লাস = উল্লাস' হলো বাকি তিনটি থেকে আলাদা।
- সন্ধিতে -ত ও দ এর পরে ল থাকলে ত ও দ স্থলে ল উচ্চারিত হয়। যেমন-
 - উৎ + লেখ = উল্লেখ
 - উৎ + লিখিত = উল্লিখিত
- অন্যদিকে, সন্ধিতে ক/চ/ট/ত/প + স্বর = গ/জ/ড ড/দ/ব হয়। যেমন-
 - বাক + দান = বাগদান
 - উৎ + যোগ = উদ্যোগ
 - তৎ + রূপ = তদ্রূপ ইত্যাদি।

১১। 'মুচলেকা' কোন ভাষার শব্দ ?

- (ক) ফারসি
(খ) আরবি
(গ) পর্তুগিজ
(ঘ) তুর্কি *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'মুচলেকা' একটি তুর্কি শব্দ। এরূপ - ঠাকুর, উজবুক, উর্দু, কুর্নিশ, কুলি

, কোর্মা, চকমক, বাবা, বাবুটি,
মোগল, লাশ, সওগাত, মুচলেকা,
চাকু, তালাশ ইত্যাদি।

- ফারসি শব্দ : জিন্দা, বারান্দা, নমুনা,
জানোয়ার, আয়না, আস্তানা,
কারবার, চশমা, তীরন্দাজ, বালিশ,
বাগান ইত্যাদি।
- আরবি শব্দ : ঈমান, কেয়ামত,
কলম, কায়দা, দালাল, বাতিল,
মশাল, মুসাফির, নবাব ইত্যাদি।
- পর্তুগিজ শব্দ : চাবি, পাউরুটি,
আলকাতরা, আয়া, বোমা, বালতি,
পেঁপে, আতা, গামলা ইত্যাদি।

১২। কোনটি অর্ধ-তৎসম শব্দের উদাহরণ নয় ?

- (ক) কন্ন
- (খ) মাতৃ *
- (গ) পাত্ত
- (ঘ) সপ্ত

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'মাতৃ' সঠিক অর্ধ-তৎসম শব্দ নয়।
তৎসম শব্দ 'মাতা' এর অর্ধ-তৎসম
রূপ 'মা' এবং তদ্ভব রূপ 'মা'।
- অন্যদিকে, তৎসম শব্দ কণ্ঠ, পাদ ও
সর্প এর অর্ধ-তৎসম রূপ যথাক্রমে
কন্ন, পাত্ত ও সপ্ত এবং তদ্ভব রূপ
কান, পা ও সাপ।

১৩। 'পরীক্ষা' শব্দে 'পরি' উপসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ?

- (ক) বিশেষ রূপ
- (খ) সম্যক রূপ *
- (গ) শেষ
- (ঘ) চতুর্দিক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'পরীক্ষা' শব্দে 'পরি' উপসর্গটি
'সম্যক রূপে' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে
।
- 'পরি' একটি তৎসম উপসর্গ। এটি
বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

- বিশেষ রূপ : পরিপক্ক,
পরিপূর্ণ, পরিবর্তন।
- শেষ : পরিশেষ।
- চতুর্দিক : পরিভ্রমণ,
পরিমন্ডল।

➤ তৎসম উপসর্গের সংখ্যা ২০ টি।

১৪। নিচের কোনটি ফারসি অনুসর্গ ?

- (ক) অভিমুখে
- (খ) ছাড়া
- (গ) বদলে *
- (ঘ) কর্তৃক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যেসব শব্দ কোনো শব্দের পরে বসে
শব্দটিকে বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত
করে, সেসব শব্দকে অনুসর্গ বলে।
- 'বদলে' একটি ফারসি অনুসর্গ।
এরূপ - দরুন, বনাম।
- অভিমুখে, কর্তৃক সংস্কৃত অনুসর্গের
উদাহরণ। এরূপ - অপেক্ষা, উপরে,
দিকে, জন্য ইত্যাদি।
- 'ছাড়া' একটি বিবর্তিত (তদ্ভব)
অনুসর্গ। এরূপ - আগে, কাছে, তরে,
পানে, পাশে, বই, ভেতর, মাঝে,
সাথে, সামনে ইত্যাদি।
- সাধারণত অনুসর্গ দুপ্রকার। যথা :
নাম বা বিশেষ্য বা সাধারণ অনুসর্গ ও
ক্রিয়াজাত অনুসর্গ।
- নাম অনুসর্গ ঐতিহাসিক উৎস
অনুসারে তিন প্রকার। যথা-
 - সংস্কৃত অনুসর্গ
 - বিবর্তিত (তদ্ভব)
অনুসর্গ
 - ফারসি অনুসর্গ

১৫। নিচের কোনটি পরিমাণবাচক বিশেষণ পদ নয় ?

- (ক) পাঁচ শতাংশ ভূমি *
- (খ) হাজার লোক
- (গ) ষোল আনা দখল
- (ঘ) দশম শ্রেণি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'পাঁচ শতাংশ জমি' হলো পরিমাণবাচক নাম বিশেষণের উদাহরণ। এরূপ – বিঘাটেক জমি, হাজার টনী জাহাজ, এক কেজি চাল, দুকিলোমিটার রাস্তা ইত্যাদি।
- বিশেষণ দু'প্রকার। যথা :
 - নাম বিশেষণ
 - ভাব বিশেষণ
- যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে তাকে নাম বিশেষণ বলে।
- 'হাজার লোক' হলো সংখ্যাবাচক নাম বিশেষণ এর উদাহরণ। এরূপ – দশ টাকা, শ টাকা ইত্যাদি।
- 'দশম শ্রেণি' হলো ক্রমবাচক নাম বিশেষণের উদাহরণ। এরূপ – সত্তর পৃষ্ঠা, প্রথমা কন্যা।
- 'ষোল আনা দখল' হলো অংশবাচক নামবাচক বিশেষণের উদাহরণ। এরূপ – অর্ধেক সম্পত্তি, সিকি পথ।

১৬। নিচের কোন শব্দে 'আনী' প্রত্যয় যুক্ত করে স্ত্রীবাচক করা হয় না ?

- (ক) চাকর
- (খ) মেথর
- (গ) কুমার *
- (ঘ) নাপিত

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'কুমার' শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ কুমারনী। এরূপ – কামারনী, জেলেনী, ধোপানী ইত্যাদি।
- অন্যদিকে কিছু শব্দের শেষে 'আনী' প্রত্যয় যুক্ত করে স্ত্রীবাচক শব্দ কর্ হয়। যেমন-চাকর-চাকরানী, মেথর-মেথরানী, নাপিত – নাপিতানী।

১৭। নিচের কোনটি ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তির উদাহরণ নয় ?

- (ক) মড় মড়
- (খ) ধরাধরি

- (গ) টাপুর টুপুর
- (ঘ) ছটফট *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ছটফট হলো যুগ্মরীতির দ্বিরুক্তির উদাহরণ। এরূপ- চুপচাপ, মিটমাট, জারিজুরি, নিশাপিশ, ভাতটাত ইত্যাদি।
- অন্যদিকে মড়মড় (গাছ পড়ার শব্দ), ধরাধরি, টাপুর টুপুর (বৃষ্টি পতনের শব্দ) হলো ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তির উদাহরণ।
- আরও কিছু ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তির উদাহরণ -ভেউ ভেউ, হুহু, ঝমঝম, কুটকুট ইত্যাদি।

১৮। নিচের কোন শব্দে কৃৎ-প্রত্যয় আদিস্বরের বৃদ্ধি হয়নি ?

- (ক) শৈশব
- (খ) কার্য
- (গ) পাচক
- (ঘ) মার *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কোনো কোনো সময় কৃৎপ্রত্যয়ের আদি স্বর পরিবর্তিত হয় একে বৃদ্ধি বলে। বৃদ্ধি বিভিন্নভাবে হয়। যথা :
 - অ -স্থলে আ
 - ই ও ঈ এর স্থলে ঐ
 - উ ও ঊ স্থলে ঔ
 - ঋ -স্থলে আর্ হয়। যেমন : শিশু + অ (ঋ) = শৈশব ; কৃ + ঘ্যণ = কার্য ; পচ্ + অ (ণক) = পাচক ইত্যাদি।
- অন্যদিকে, মার (√মার+ অ) শব্দটি বাংলা অ-কৃৎ-প্রত্যয় যোগে গঠিত। এরূপ -√ধর + অ = ধর, √হার + অ = হার, √জিত + অ = জিত ইত্যাদি।

১৯। নিচের কোনটি বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দ নয় ?

- (ক) দুধওয়ালা
- (খ) সারিবন্দি

(গ) টেকসই
(ঘ) কোনোটিই নয় *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অপশনের সবগুলো বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দ।
- ওয়াল > আলা (হিন্দি) সাধিত শব্দ : দুধওয়ালা (বৃত্তি অর্থে), বাড়িওয়ালা (মালিক অর্থে) ইত্যাদি।
- বন্দি (বন্দ – ফারসি) সাধিত শব্দ : সারিবন্দি, জবানবন্দি, নজরবন্দি, কোমরবন্দ ইত্যাদি।
- সই (মতো অর্থে) : টেকসই, চলনসই, জুতসই, মানানসই ইত্যাদি।

২০। 'খেদ' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি ?

- (ক) √খিদ + ষ
(খ) √খুদ + য
(গ) √খুদ্ + ঘঞ *
(ঘ) √খেদ্ + ঘ্যণ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'খেদ' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় √খুদ্ + ঘঞ (অথবা √খিদ + অ)। এরূপ-
√বস্ + ঘঞ (ঘঞ ইৎ, অ থাকে) =
বাস, √যুজ্ + ঘঞ = যোগ ইত্যাদি।

২১। কানা, কালা, হাতা শব্দে বাংলা 'আ' প্রত্যয় কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ?

- (ক) অবজ্ঞা
(খ) সদৃশ *
(গ) আদর
(ঘ) কোনোটিই নয়

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কানা, কালা, হাতা শব্দে 'আ' প্রত্যয়টি সদৃশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
- বাংলা তদ্ধিত 'আ' প্রত্যয়টি বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়। যেমন –
 - অবজ্ঞার্থে: চোরা, কেপ্টা ইত্যাদি।

- বৃহদার্থে: ডিঙি + আ = ডিঙ্গা।
- স্বার্থে: জটা, চোখা, চাকা ইত্যাদি।

২২। 'নৈপুণ্য' বোঝাতে কোন শব্দে বাংলা 'ইয়া' > এ 'প্রত্যয় প্রয়োগ হয়েছে ?

- (ক) নেয়ে *
(খ) মুটে
(গ) কনকনে
(ঘ) বেলে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'নাইয়া' > নেয়ে ' শব্দে বাংলা তদ্ধিত 'ইয়া' > এ ' প্রত্যয় নৈপুণ্য বোঝাতে প্রয়োগ হয়েছে। এরূপ – খুনে, দেমাকে ইত্যাদি।
- 'ইয়া' > এ ' তদ্ধিত বাংলা প্রত্যয়টি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন –
 - তৎকালীন বোঝাতে: সেকাল + এ = সেকেলে, ভাদর + ইয়া = ভাদরিয়া > ভাদুরে (কইমাছ)
 - উপজীবিকা অর্থে: মুটিয়া > মুটে, জাল > জালিয়া > জেলে।
 - অব্যয়গত বিশেষণ গঠনে: কনকন > কনকনে। এরূপ – টনটনে, গণগণে, চকচকে ইত্যাদি।
 - উপকরণ বোঝাতে: বালি > বেলে, পাথর > পাথরিয়া > পাথুরে ইত্যাদি।

২৩। 'বোনাই' শব্দটি কীভাবে গঠিত ?

- (ক) উপসর্গ
(খ) সন্ধি
(গ) প্রত্যয় *
(ঘ) সমাস

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'বোনাই' শব্দটি প্রত্যয়জাত শব্দ।
এর প্রকৃতি-প্রত্যয় হলো বোন + আই

= বোনাই । এরূপ – মিঠা + আই = মিঠাই, ঢাকা + আই = ঢাকাই, চড় + আই = চড়াই ইত্যাদি ।

- যেসব অর্থহীন শব্দাংশ অন্য শব্দের শুরুতে বসে নতুন শব্দ গঠন করে, সেগুলোকে উপসর্গ বলে । যেমন- পরা + জয় = পরাজয় ।
- সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে । যেমন – বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয় ।
- সমাস অর্থ সংক্ষেপ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ । যেমন – সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন ।

২৪। নিচের কোনটি অলুক দ্বন্দ্ব সমাস নয় ?

- (ক) দুধে-ভাতে
- (খ) হাতে-কলমে
- (গ) সাপের পা *
- (ঘ) জলে-স্থলে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘সাপের পা’ হলো অলুক ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস । এরূপ- ঘোড়ার ডিম, মাটির মানুষ, মামার বাড়ি, মনের মানুষ ইত্যাদি ।
- অন্যদিকে, দুধে-ভাতে, হাতে-কলমে ও জলে-স্থলে অলুক দ্বন্দ্ব সমাস । এরূপ- দেশে-বিদেশে, দিনে-রাতে, ঘরে-বাইরে, মনে-প্রাণে, কোলে-পিঠে, আদায়-কাঁচকলায় ইত্যাদি ।

২৫। নিচের কোনটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ নয় ?

- (ক) উর্গনাভ
- (খ) সহকর্মী
- (গ) সজল
- (ঘ) পরোক্ষ *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পরোক্ষ (অক্ষির অগোচরে) হলো অব্যয়ীভাব সমাস । এরূপ- প্রপিতামহ ।
- যে সমাসে অব্যয়ের প্রাধান্য থাকে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে । যেমন- আমরণ, উপকূল, অনুকূল, যথাবিধি, প্রতিকূল, আরক্তিম ইত্যাদি ।
- আর উর্গনাভ (উর্গ নাভিতে যার), সজল (জলসহ বর্তমান), সহকর্মী (সমান কর্মী যে) হলো বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ ।

২৬। নিচের কোনটি ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস ?

- (ক) জীবনমান
- (খ) নদীভাঙন
- (গ) জনপথ
- (ঘ) সব কয়টি *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- জীবনের মান = জীবনমান, নদীর ভাঙন = নদীভাঙন, জনের পথ = জনপথ হলো ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস ।
- পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তি লোপে যে সমাস হয় তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে । যেমন-
 - অশ্বের পদ = অশ্বপদ
 - গৃহের কর্তা = গৃহকর্তা
 - ছাগীর দুগ্ধ = ছাগদুগ্ধ ইত্যাদি ।

২৭। নিচের কোনটি করণে ৭ মী কারকের উদাহরণ ?

- (ক) জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হও
- (খ) শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায়
- (গ) তবু যেন তা মধুতে মাখা
- (ঘ) সব কয়টি *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- উপরিউক্ত অপশনের সব করণ কারকের ৭ মী বিভক্তির উদাহরণ ।
- ‘করণ’ শব্দের অর্থ যন্ত্র, সহায়ক বা উপায় ।

- ক্রিয়া সম্পাদনের যন্ত্র, সহায়ক বা উপকরণকেই করণ কারক বলে।
- ক্রিয়াপদকে 'কিসের দ্বারা বা কী উপায়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাই করণ কারক।

২৮। ভাবাধিকরণের সর্বদাই কোন বিভক্তির ব্যবহার হয়?

- (ক) পঞ্চমী
- (খ) সপ্তমী *
- (গ) তৃতীয়া
- (ঘ) প্রথমা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যদি কোনো ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অন্য ক্রিয়ার কোনোরূপ ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে, তবে তাকে ভাবাধিকরণ বলে। ভাবাধিকরণে সর্বদাই সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হয় বলে একে ভাবে সপ্তমী বলা হয়।
যেমন-
 - সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়।
 - কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়।
- অধিকরণ কারক তিন প্রকার। যথা -
কালাধিকরণ, আধারাধিকরণ ও ভাবাধিকরণ।

২৯। কোন মনীষী সম্প্রদান কারক রাখার পক্ষে মত দেন?

- (ক) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
- (খ) ড. রামমোহন রায়
- (গ) ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ *
- (ঘ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ভাষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী ও পণ্ডিত ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সম্প্রদান কারক রাখার পক্ষে মত দেন।
- অন্যদিকে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ড. রামমোহন রায়, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীর মতে কর্মকারক দিয়েই সম্প্রদান কারকের কাজ হয়ে যায়।

তাই তাঁরা সম্প্রদান কারক স্বীকার করেননি।

- যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে দান, অর্চনা, সাহায্য ইত্যাদি করা হয় তাকে (সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী) সম্প্রদান কারক বলে। যেমন- ভিখারিকে ভিক্ষা দাও।

৩০। 'বোধ হয় সে টাকাটা দিবে না' - এটি কোন ধরনের বাক্য?

- (ক) নেতিবাচক
- (খ) কার্যকারণাত্মক
- (গ) সন্দেহদ্যোতক *
- (ঘ) অস্তিত্ববাচক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'বোধ হয় সে টাকাটা দিবে না' - এটি সন্দেহদ্যোতক বাক্যের উদাহরণ।
- নির্দেশাত্মক বাক্যের বক্তব্যে কোনো বিষয়ে সন্দেহ, সংশয়, সম্ভাবনা, অনুমান, অনিশ্চয়তা প্রভৃতি প্রকাশিত হলে তাকে সন্দেহদ্যোতক বাক্য বলে। যেমন- ভদ্রলোক মনে হয় কিছু লুকাতে চাইছেন।
- নেতিবাচক বাক্য : করিম বাজারে যাবে না।
- কার্যকারণাত্মক বাক্য : পড়াশোনা করলে পাস করবে।
- অস্তিত্ববাচক বাক্য : আমি আজ শহরে যাব।

৩১। 'সমুদ্রের হাওয়া হৃদয়ে মেখে আমরা ফিরে এলাম' - এ বাক্যে কোন ধরনের ভুল হয়েছে?

- (ক) বাগধারার ভুল প্রয়োগ
- (খ) বাহুল্য দোষ
- (গ) উপমার ভুল প্রয়োগ *
- (ঘ) গুরুচণ্ডালী দোষ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- উপরিউক্ত বাক্যে উপমার ভুল প্রয়োগ হয়েছে।
- উপমা বা অলংকার বাক্যের সৌন্দর্য বাড়ায়। আবার সঠিক প্রয়োগ না

হলে বাক্যের যোগ্যতা হারায় ।
যেমন- ' সমুদ্রের হাওয়া হৃদয়ে মেখে
আমরা ফিরে এলাম' -এটি শুদ্ধ নয় ।

শুদ্ধ হবে - ' সমুদ্রের হাওয়া গায়ে
মেখে আমরা ফিরে এলাম ।'

- বাগধারার ভুল প্রয়োগ : উলুবনে ছাই
ছড়ানো > উলুবনে মুক্তা ছড়ানো ।
- বাহুল্য দোষ : সব আলেমগণ >
আলেমগণ বা সব আলেম ।
- গুরুচণ্ডালী দোষ : ঘোড়ার শকট >
ঘোড়ার গাড়ি , শবপোড়া > শবদাহ
ইত্যাদি ।

৩২। নিচের কোনটি শুদ্ধ বাক্য ?

- (ক) তিনি ততধিক বলবান নহে
(খ) আজকের সন্ধ্যা মনমুগ্ধকর
(গ) তিনি বড় দুরাবস্থায় আছে
(ঘ) আজকের সন্ধ্যা মনোমুগ্ধকর *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শুদ্ধ বাক্যটি হলো - আজকের সন্ধ্যা
মনোমুগ্ধকর ।
- এখানে ' ঘ ' ছাড়া বাকি তিনটি বাক্য
সন্ধিজনিত কারণে অশুদ্ধ হয়েছে ।
- 'ক' এর শুদ্ধরূপ - তিনি ততোধিক
বলবান নয় ।
- 'গ' এর শুদ্ধরূপ - তিনি বড়
দুরবস্থায় আছে ।

৩৩। ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান কমিটির সভাপতি কে ছিলেন ?

- (ক) ড. সুনীতিকুমার
(খ) রাজশেখর বসু *
(গ) ড. সুকুমার সেন
(ঘ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলা বানানের বিশৃঙ্খলা সমাধান
করার জন্য রবি ঠাকুরের অনুরোধে
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রাজশেখর
বসুর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন
করেন ।

- এই কমিটি ১৯৩৬ সালের মে মাসে
বাংলা বানানের প্রথম পুস্তিকা বের
করেন ।

- ১৯৯২ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও
পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ' পাঠ্য বইয়ের
বানান ' নামে একটি পুস্তিকা বের
করেন ।

- বাংলা একাডেমি ১৯৯২ সালে 'প্রমিত
বানানের নিয়ম ' নামক পুস্তিকা
প্রকাশ করেন ।

➤

৩৪। নিচের কোনটি শুদ্ধ বাক্য ?

- (ক) তিনি ততধিক বলবান নহে
(খ) আজকের সন্ধ্যা মনমুগ্ধকর
(গ) তিনি বড় দুরাবস্থায় আছে
(ঘ) আজকের সন্ধ্যা মনোমুগ্ধকর *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শুদ্ধ বাক্যটি হলো - আজকের সন্ধ্যা
মনোমুগ্ধকর ।
- এখানে ' ঘ ' ছাড়া বাকি তিনটি বাক্য
সন্ধিজনিত কারণে অশুদ্ধ হয়েছে ।
- 'ক' এর শুদ্ধরূপ - তিনি ততোধিক
বলবান নয় ।
- 'গ' এর শুদ্ধরূপ - তিনি বড়
দুরবস্থায় আছে ।

৩৫। নিচের কোনটি শুদ্ধ বানান নয় ?

- (ক) যূপ
(খ) শার্দূল
(গ) ধূম
(ঘ) কোনোটিই নয় *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- তিনটি বানানই শুদ্ধ । এরূপ - কূর্ম ,
ঘূর্ণন , চূত , জীমূত , প্রসূত , ভূষণ ,
পীযুষ , স্তূপ , সূচক , কূহ ইত্যাদি ।

৩৬। 'জলধর ' শব্দের সমার্থক কোনটি ?

- (ক) তোয়দ *
(খ) রত্নাকর
(গ) অপ
(ঘ) সরিৎ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'জলধর' শব্দের সমার্থক শব্দ তোয়দ । এরূপ -মেঘ, জলদ, বারিদ, নীরদ, জীমূত, বলাহক, পয়োদ, কাদম্বিনী ইত্যাদি ।
- রত্নাকর : সাগর, অর্ণব, জলধি, জলনিধি, পয়োধি, পাথার, পারাপার, বারিধি, সিন্ধু ইত্যাদি ।
- অপ : পানি, সলিল, জল, নীর, পয়ঃ, বারি, উদক, জীবন, অম্বু ইত্যাদি ।
- সরিৎ : নদী, গাও, নদ, স্রোতস্বিনী, তটিনী, প্রবাহিনী ইত্যাদি ।

৩৭। 'প্রজায়িনী' শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি ?

- (ক) রাজা
- (খ) স্বামী
- (গ) জননী *
- (ঘ) মহাজন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'প্রজায়িনী' শব্দের প্রতিশব্দ জননী । এরূপ - মা, মাতা, মাতৃকা, আত্মা, প্রসূতি, জন্মদাত্রী, গর্ভধারিণী ইত্যাদি ।
- রাজা : বাদশা, ভূস্বামী, সম্রাট, রাজেন্দ্র, ক্ষিতীশ, অধিপতি, নরেন্দ্র, জাঁহাপনা, শাহেনশা ইত্যাদি ।
- স্বামী : পতি, কান্ত, নাথ, বল্লভ, দয়িত ইত্যাদি ।
- মহাজন : মালিক, সাধু, উত্তমর্গ, ঋণদাতা, কর্জদাতা, ঋষভ ইত্যাদি ।

৩৮। 'ইরাবান' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি ?

- (ক) মকরাকর *
- (খ) রাজিত
- (গ) কলাপী
- (ঘ) নাশ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'ইরাবান' শব্দের সমার্থক শব্দ মকরাকর । এরূপ -

সাগর, প্রচেতা, মকরাকর, পাথার, নীরধি ইত্যাদি ।

- রাজিত : শোভন, সুন্দর, শোভনীয়, মানানসই, যথাযোগ্য ইত্যাদি ।
- কলাপী : ময়ূর, কেকৌ, মিথী, শিখন্ডী ইত্যাদি ।
- নাশ : মরণ, মৃত্যু, বিনাশ, নিপাত, প্রয়াণ, প্রাণত্যাগ, চিরবিদায়, স্বর্গলাভ ইত্যাদি ।

৩৯। 'কাটনার কড়ি' বাগধারাটির অর্থ কী ?

- (ক) ধনী ব্যক্তি
- (খ) বিপুল টাকার মালিক
- (গ) উপার্জন সামান্য *
- (ঘ) খুব সামান্য টাকা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'কাটনার কড়ি' বাগধারাটির অর্থ - উপার্জন সামান্য ।
- টাকার কুমির - ধনী ব্যক্তি
- টাকার আন্ডিল - বিপুল টাকার মালিক
- টাকাটা সিকিটা - খুব সামান্য টাকা ।

৪০। 'যা অপনয়ন (দূর) করা যায় না' - এক কথায় কী হবে ?

- (ক) দূরপন্থে
- (খ) অনির্বচনীয়
- (গ) অনপন্থে *
- (ঘ) অপ্রতিরোধ্য

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'যা অপনয়ন (দূর) করা যায় না' - এক কথায় হবে অনপন্থে ।
- যা অপনয়ন (দূর) করা কষ্টকর - দূরপন্থে ।
- যা বাক্যে বা বচনে প্রকাশযোগ্য নয় - অনির্বচনীয় ।
- যা প্রতিরোধ করা যায় না - অপ্রতিরোধ্য ।

৪১।। 'যে মেয়ের বয়স দশ বৎসর - এককথায় হবে ?

- (ক) কানীন
(খ) কন্যাকা *
(গ) বিষকন্যাকা
(ঘ) খাণ্ডানী

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যে মেয়ের বয়স দশ বৎসর – এককথায় হবে : কন্যাকা ।
- কুমারীর পুত্র – কানীন ।
- যে নারী সহবাসে মৃত্যু হয় – বিষকন্যাকা ।
- যে নারী কলহ প্রিয় – খাণ্ডানী

৪২। 'Public works' - এর বাংলা পরিভাষা কী হবে ?

- (ক) সরকারি কাজ
(খ) জনগণের কাজ
(গ) গণপূর্ত *
(ঘ) কোনোটিই নয়

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'Public works' - এর বাংলা পরিভাষা হবে গণপূর্ত ।
- কিছু গুরুত্বপূর্ণ পারিভাষিক শব্দ –
 - Parliamentary- সংসদীয়
 - Pact - চুক্তি
 - Partiality - পক্ষপাতিত্ব
 - Pending - মূলতবি
 - Personnel - কর্মচারীবৃন্দ

৪৩। 'ঝুঁকি না নিলে লাভ হয় না' - এর ভাবানুবাদ ইংরেজি কী হবে ?

- (ক) Make hay while the sun shines
(খ) To make a mountain of a molehill
(গ) Nothing venture , Nothing have *
(ঘ) Nothing succeeds like success

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ' ঝুঁকি না নিলে লাভ হয় না ' - এর ইংরেজি - Nothing venture , Nothing have .
- ' ক ' এর বাংলা হবে – ঝোপ বুঝে কোপ মারা ।
- ' খ ' এর বাংলা হবে – তিলকে তাল করা ।

- 'ঘ' এর ভাবানুবাদ হবে -জলেই জল বাঁধে ।

৪৪। 'আরোহন' এর বিপরীত শব্দ কোনটি ?

- (ক) বিসর্জন
(খ) বিনয়
(গ) অবরোহন *
(ঘ) অবতরণ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'আরোহন' এর বিপরীত শব্দ – অবরোহন ।
- অন্যদিকে , বিসর্জন , বিনয় ও অবতরণ শব্দের বিপরীত শব্দ যথাক্রমে আবাহন , ঔদ্ধত্য ও উত্তরণ ।

৪৫। 'বৃক্ষ' শব্দের বহুবচন কী হবে ?

- (ক) বৃক্ষসমূহ *
(খ) বৃক্ষগুলো
(গ) বৃক্ষরা
(ঘ) বৃক্ষবর্গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'বৃক্ষ' শব্দের বহুবচন হলো বৃক্ষসমূহ । একরূপ -মনুষ্যসমূহ ,গ্রন্থসমূহ ইত্যাদি ।
- 'গুলো' প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয় শব্দের বহুবচনে যুক্ত হয় । যেমন- আমগুলো , টাকাগুলো , ময়ূরগুলো ইত্যাদি ।
- রা ,বর্গ , কেবল উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত হয় । যেমন – ছাত্ররা , শিক্ষকরা , পন্ডিতবর্গ , মন্ত্রিবর্গ ইত্যাদি ।

৪৬। নিচের কোন বাক্য বিশেষ নিয়মে বহুবচন করা হয়েছে ?

- (ক) সিংহ বনে থাকে
(খ) সকলে সব জানে না *
(গ) বাজারে লোক জমেছে
(ঘ) বাগানে ফুল ফুটেছে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'সকলে সব জানে না' -এ বাক্যটি বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচনের উদাহরণ।
- বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচন বাক্যের উদাহরণ –
 - মেয়েরা কানাকানি করছে
 - এটাই করিমদের বাড়ি
 - রবীন্দ্রনাথরা প্রতিদিন জন্মায় না
- অন্যদিকে, 'সিংহ বনে থাকে' - এ বাক্যটি একবচন ও বহুবচন উভয় বোঝায়।
- অপশন 'গ' ও 'ঘ' সাধারণ বহুবচন বাক্যের উদাহরণ।

৪৭। নিচের কোন কোন পদের কেবল বচন হয়?

- (ক) সর্বনাম ও ক্রিয়া
- (খ) বিশেষ্য ও ক্রিয়া
- (গ) বিশেষণ ও সর্বনাম
- (ঘ) সর্বনাম ও বিশেষ্য *

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ব্যাকরণে কেবল বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বচন হয়।
- 'বচন' ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ।
- 'বচন' বাংলা ভাষায় দুপ্রকার। যথা- একবচন ও বহুবচন।
- বিশেষণ, ক্রিয়া, অব্যয় পদের কোনো বচন হয় না।

৪৮। নিচের কোনটি অনুকার দ্বিত্বের উদাহরণ?

- (ক) ধারধোর *
- (খ) দমাদম
- (গ) টসটস
- (ঘ) পথে পথে

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ধারধোর হলো অনুকার দ্বিত্বের উদাহরণ।

- পরপর প্রয়োগ হওয়া কাছাকাছি চেহরার শব্দকে অনুকার দ্বিত্ব বলে। যেমন- আম-টাম, কেক-টেক, ঘর-টর, ছাগল-টাগল ইত্যাদি।
- অনুকার দ্বিত্বে অনেক সময় স্বরের পরিবর্তন হয়। যেমন-ধারধোর, আড়াআড়ি, ঘোরাঘুরি, চুপচাপ, তাড়াতাড়ি, দলাদলি ইত্যাদি।
- দমাদম, টসটস হলো ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব। এরূপ- কুটকুট, কোঁত কোঁত, ঢং ঢং, চকচক, ঝামঝাম, পটাপট, খপাখপ, ঝাটঝাট ইত্যাদি।
- 'পথে পথে' হলো বিভক্তিযুক্ত পুনরাবৃত্ত দ্বিত্বের উদাহরণ। এরূপ – কথায় কথায়, মজার মজার, ঝাঁকে ঝাঁকে, চোখে চোখে, মনে মনে ইত্যাদি।

➤

৪৯। 'মহেশ' শব্দটি কোন সন্ধির উদাহরণ?

- (ক) বাংলা স্বরসন্ধি
- (খ) তৎসম স্বরসন্ধি *
- (গ) বিসর্গ সন্ধি
- (ঘ) নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'মহা + ঈশ = মহেশ' শব্দটি তৎসম সন্ধির উদাহরণ।
- সন্ধির সূত্রমতে, অ/আ + ই/ঈ = এ হয়। যেমন –
 - পূর্ণ + ইন্দু = পূর্ণেন্দু
 - পরম + ঈশ = পরমেশ ইত্যাদি।
- বাংলা সন্ধি দুপ্রকার। যথা - স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি।
- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম সন্ধি তিন প্রকার। যথা-স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গ সন্ধি।
- বাংলা স্বরসন্ধির উদাহরণ – অ + এ = এ হয়। যেমন-
 - শত + এক = শতেক

- কত +এক = কতেক ।
- বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ –
 - তিরঃ +ধান = তিরোধান
 - মনঃ+রম = মনোরম ।
- নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধির উদাহরণ –
 - আ + চর্য =আশ্চর্য
 - গো + পদ =গোষ্পদ ইত্যাদি

|

৫০। 'জরত' এর স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি?

- (ক) জরিতী
 (খ) জারতী
 (গ) জরতী *
 (ঘ) জারতি

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'জরত' এর স্ত্রীলিঙ্গ 'জরতী' । এরূপ –
 কুমার-কুমারী , সিংহ-সিংহী , মানব-
 মানবী , কিশোর- কিশোরী , সুন্দর –
 সুন্দরী ইত্যাদি ।